ইসলামি রাজনৈতিক তত্ত্বে

রাষ্ট্রধারণা

ড. হাফিজুর রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৯

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ও রাষ্ট্র; ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র ৩৩

১. মদিনা : ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর ৩৩

২. খোলাফায়ে রাশেদিন জামানায় রাষ্ট্রব্যবস্থা ৪০

৩. উমাইয়া, আব্বাসি ও উসমানিদের জামানায় রাষ্ট্রধারণা ৪৩

প্রথম যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের রচনায় রাষ্ট্রতত্ত্ব ৪৬

◈ আল ফারাবির রাষ্ট্রধারণা ৪৬

◈ আল মাওয়ার্দির রাষ্ট্রধারণা ৫২

◈ নিজামুল মুলকের রাষ্ট্রধারণা ৫৭

◈ ইমাম গাজালির রাষ্ট্রধারণা ৫৯

◈ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার রাষ্ট্রধারণা ৬৩

◈ ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রধারণা ৬৬

◈ মূল্যায়ন ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক রাষ্ট্র এবং ইসলামি রাষ্ট্র

আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের একটি পর্যালোচনা ৭৭

◈ সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব (হবস, লক ও রুশো) ৭৯

◈ মার্কসবাদ ৮৪

◈ গণতন্ত্র এবং এর লিবারেল ধারা ৮৬

ইসলামি রাষ্ট্রধারণার বিকাশ ৯১

প্যান-ইসলামিজম ৯৬

◈ জামালুদ্দিন আফগানি ৯৬

◈ মুহাম্মাদ আবদুহু ৯৯

◈ রশিদ রিদা ১০১

ইসলামিজম ১০৪

◈ আবুল আলা মওদূদী ১০৬

◈ হাসানুল বান্না ১১৩

◈ সাইয়্যেদ কুতুব ১১৬

পোস্ট-ইসলামিজম ১১৯

◈ মালিক বেননাবি ১১৯

◈ হাসান আত-তুরাবি ১২১

তৃতীয় অধ্যায়

ইউসুফ আল কারজাভির ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্ব

ইউসুফ আল কারজাভির সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২৭

◈ কারজাভির তাত্ত্বিক ধারা ১৩০

ইউসুফ আল কারজাভির ইসলামি রাষ্ট্রধারণা ১৩১

ইসলামে রাষ্ট্রের অবস্থান ১৩১

◈ ইসলামের মৌলিক গ্রন্থাবলি থেকে দলিলসমূহ ১৩২
◈ ইসলামের ইতিহাস থেকে দলিসমূহ ১৩৩
◈ ইসলামের প্রকৃতি থেকে দলিলসমূহ ১৩৪
◈ ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ১৩৭
◈ ইসলাম ও রাজনীতি ১৩৭

ইসলামি রাষ্ট্রের অবকাঠামো ১৩৮

◈ নাগরিক (Civil) রাষ্ট্র, যার ভিত্তি হলো ইসলাম ১৩৮
◈ বিশ্বজনীন রাষ্ট্র ১৩৯
◈ সাংবিধানিক রাষ্ট্র ১৩৯
◈ রাজতন্ত্র নয়; পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ১৪০
◈ শুধু কর আদায় নয়; বরং হিদায়াতমূলক রাষ্ট্র ১৪০
◈ অসহায় ও দুর্বলদের আশ্রয়স্থল ১৪১
◈ স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের রাষ্ট্র ১৪১
◈ চারিত্রিক ও আদর্শিক রাষ্ট্র ১৪২

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ১৪২

◈ সাধারণ নাগরিকদের রাষ্ট্র ১৪২
◈ সেক্যুলারদের ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্রের সন্দেহ ১৪৩
◈ হাকিমিয়াত এবং ধর্মীয় রাষ্ট্রের সাথে এর সম্পর্ক ১৪৩
◈ উসমান ﵁ ও খলিফা মানসুরের বক্তব্য নিয়ে বিভ্রান্তি ১৪৬
◈ ইরানে বিপ্লব ও ধর্মীয় পুরোহীত রাষ্ট্রের সন্দেহ ১৪৭

কারজাভির ইতিবাচক রাজনৈতিক চিন্তাধারা ১৪৮

◈ নেতিবাচক রাজনৈতিক চিন্তাধারাসমূহ ১৪৮
ক. রাজনৈতিক ফিকহের স্বল্পতা নির্ণয় ১৫০
খ. রাষ্ট্রপ্রধানের সময়সীমা নির্ধারণ ১৫১
গ. সুন্নাত ও বিদআত ১৫৩
◈ রাসূলের জীবনীকে বিধিবিধানের দলিল হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু ভুল-ত্রুটি ১৫৪

রাজনৈতিক ইসলাম **১৫৫**

◈ এই পরিভাষাকে পরিহার করতে হবে ১৫৫

◈ ইসলামকে অবশ্যই রাজনৈতিক হতে হবে ১৫৫

◈ দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জিহাদের চেয়ে উত্তম ১৫৭

◈ অন্যায়ের পরিবর্তন আবশ্যক ১৫৭

◈ ব্যক্তিগত নাকি সামষ্টিক দায়িত্ব ১৫৭

◈ অধিকার এবং দায়িত্ব ১৫৮

◈ ধর্ম বনাম রাজনীতি এবং রাজনীতি বনাম ধর্ম; রাজনীতি কি অন্যায় ১৫৮

ইসলামি রাষ্ট্র এবং সমসাময়িক বিষয়গুলোতে এর দৃষ্টিভঙ্গি **১৫৯**

◈ ইসলাম ও গণতন্ত্র ১৫৯

ক. গণতন্ত্রের মূলকথা ইসলামের সাথে নীতিগতভাবে একমত ১৬০

খ. জালিম শাসকদের কুরআন-হাদিসে কঠোরভাবে নিন্দা ১৬০

গ. শূরা ১৬৩

ঘ. শাসক জনগণের খাদেম ১৬৩

ঙ. গণতন্ত্রের সুবিধাসমূহ ১৬৩

চ. নির্বাচন একধরনের সার্টিফিকেট ১৬৪

ছ. মানুষের শাসন এবং আল্লাহর শাসন ১৬৪

ছ. সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ১৬৫

জ. মৌলিকত্ব অলঙ্ঘনীয় ১৬৫

ঝ. সংখ্যাধিক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবেচিত বিষয় ১৬৫

ঞ. রাজনৈতিক অস্তিরতা এবং শূরার প্রয়োজনীয়তা ১৬৬

◈ ইসলামি রাষ্ট্রে বহুদলীয় পদ্ধতি ১৬৬

◈ মহিলাদের সংসদে মনোনায়ন ১৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

রশিদ আল ঘানুসির ইসলামি রাষ্ট্রধারণা

রশিদ ঘানুসির সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৭১

◈ রশিদ ঘানুসির তাত্ত্বিক ধারা ১৭৪

রশিদ ঘানুসির ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা ১৭৬

ইসলামে মানবাধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ১৭৬

◈ পশ্চিমাতত্ত্বে ব্যক্তিস্বাধীনতা ১৭৬

◈ মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা : ইসলামি প্রেক্ষাপট ১৭৭

ইসলাম ও গণতন্ত্র ১৭৯

◈ ঘানুসির মতে গণতন্ত্রের স্বরূপ ১৮০

◈ কোথাও কি আদর্শিক সরকার রয়েছে; পশ্চিমা গণতন্ত্রের অপর্যাপ্ততা ১৮২

◈ গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৩

ইসলামি সরকারের মূলনীতি ১৮৭

◈ পশ্চিমা রাষ্ট্রতত্ত্ব ১৮৮

◈ ইসলামি প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ১৮৮

◈ ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ ১৮৯

ক. নস ১৮৯

খ. শূরা ১৯০

১. শূরার আইন প্রণয়নগত দিক ১৯১

● ইসলামি রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কার ১৯২

● শূরা সদস্য হওয়ার শর্তসমূহ ১৯৩

২. শূরার রাজনৈতিক দিক ১৯৭

● ইমামত একটি চুক্তি ১৯৭

● ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ১৯৯

● ইমামের দায়িত্ব, গুণ এবং অধিকার ২০১

৩. শূরার অর্থনৈতিক দিক ২০২

৪. শূরার শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক দিক ২০৩

ইসলামি রাষ্ট্রে জুলুম নিরসনে ব্যক্তিস্বাধীনতার মেকানিজম ২০৩

আরব বসন্ত এবং ঘানুসির চিন্তায় এর প্রভাব ২০৫

পঞ্চম অধ্যায়

অনুসন্ধান এবং উপসংহার

ইসলামি রাষ্ট্র এবং মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ২১৩

◈ ইসলামে কি রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো তত্ত্ব রয়েছে? ইসলামে রাষ্ট্রের অবস্থান ২১৩

◈ আধুনিক রাষ্ট্র এবং ইসলামি রাষ্ট্র ২১৭

◈ ইউসুফ আল কারজাভি ও রশিদ আল ঘানুসির ইসলামি রাষ্ট্রধারণা ২২৪

তথ্যসূত্র ২৩২

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র

মদিনা : ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর

রাসূল ﷺ-এর আগমনের সময় আরব ছিল তৎকালীন পৃথিবীর দুই বড়ো সাম্রাজ্য রোমান ও পারসিকদের মাঝে অনেকটা বিচ্ছিন্ন একটি উপদ্বীপ। ধর্মীয় দিক থেকে খ্রিষ্টবাদ (রোমানদের ধর্ম হিসেবে) ও জরথ্রুস্ত্রবাদ (পারসিকদের ধর্ম হিসেবে) ছিল প্রভাবশালী। আর ইহুদিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল পুরো অঞ্চলে।[১] আরবদের ধর্মবিশ্বাস ছিল মিশ্র প্রকৃতির। বহু খোদায় বিশ্বাসী লোকদের সংখ্যাই ছিল সেখানে বেশি। তারা আল্লাহকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করত বটে, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে পূজা করত ছোটো-বড়ো অসংখ্য মূর্তির।

শুধু মূর্তিপূজাই নয়; বরং চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছপালাসহ অনেক প্রাকৃতিক শক্তিরও পূজা করত।[২] তবে খ্রিষ্টবাদ, ইহুদিবাদ কিংবা জায়োনবাদের মতো কিছু একেশ্বরবাদী লোকও ছিল। ধর্ম যা-ই হোক না কেন, বেশ কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তারা খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করত। যেমন—হজ। প্রতিবছর এটা ছিল তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কুরাইশ গোত্র হজের আয়োজকের ভূমিকা পালন করত। অন্যদিকে হজের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় ধর্মীয় শহরের পাশাপাশি মক্কা পরিণত হয়েছিল ব্যবসায়িক কেন্দ্রেও।[৩] রাজনৈতিকভাবে আরবে ছিল গোত্রকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। তাই মক্কায় বেশ কয়েকটি নগর-রাষ্ট্রেরও উৎপত্তি হয়েছিল। জনাব হামিদুল্লাহ উল্লেখ করেন—

> ‘তাদের নগর-রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ট্রেজারি, আর্মি, ইবাদতখানা (কাবা), বিচার বিভাগ ও বৈদেশিক সম্পর্কের মতো ২৫টি রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল।[৪]’

কুরাইশ গোত্র মক্কার শাসনকার্য পরিচালনা করত। এসপোসিতোর মতে—

> ‘আরব বড়ো দুটি সভ্যতা থেকে দূরে থাকলেও নিজেরা বিচ্ছিন্ন ছিল না। এর জনগণ ছিল সচেতন; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করত এবং এই অঞ্চলে বেশ প্রভাব রাখত।’[৫]

---

১. Esposito, 1999: 1-4

২. Esposito, 1999: 4

৩. Etheredege, 2010: 29

৪. Hamidullah, 1941: 6

তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সব জায়গায় ছিল ব্যাপক বৈষম্য। নৈতিকতার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না সেখানে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে এক অর্থনৈতিক অসমতা বিদ্যমান ছিল। দাসত্ব ছিল খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার। অর্থের বিনিময়ে মানুষ কেনাবেচা হতো। দাসদের মানুষই মনে করা হতো না। মনিবরা প্রায়শই দাসদের ওপর নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালাত। সে সমাজে নারীদের ছিল না কোনো অধিকার; একাংশও না। কন্যা সন্তানকে তো রীতিমতো পাপ মনে করা হতো এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কখনো কখনো বাবারা কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। কুরআন এই সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়াত তথা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেছে।

নবুয়তের প্রথম সময়গুলোতে রাসূল ﷺ রাষ্ট্র গঠন নয়; বরং একটি সমাজ (মুসলিম উম্মাহ) গঠনের জন্য কাজ করেছেন। তাওহিদ তথা আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস ছিল এই সমাজের সদস্য হওয়ার প্রথম ধাপ। রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতে তৎকালীন সমাজে চলমান সমস্যা ও বৈষম্যগুলো উঠে আসত। প্রথম দিকে নিকটাত্মীয়, বন্ধুমহল এবং সমাজের তুলনামূলক দরিদ্রশ্রেণি নবিজির দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু বিরোধিতা আসে সমাজের ধনী নেতৃস্থানীয় শ্রেণির পক্ষ থেকে। কারণ, এই শ্রেণির মধ্যে নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও নেতৃত্ব হারানোর প্রবল ভয় ছিল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে জাফর ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه-এর বক্তব্য উল্লেখ করলেই রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে[৬]—

> ‘হে বাদশাহ! আমরা ছিলাম অজ্ঞ জাতি। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত বস্তুর গোশত খেতাম এবং অশ্লীল ও খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতাম, নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীকে অবজ্ঞা করতাম। আমাদের মধ্যে সবলরা দুর্বলের হক আত্মসাৎ করত। এমতাবস্থায় আল্লাহ আমাদের মাঝে আমাদের মধ্য থেকেই একজনকে নবি করে পাঠালেন। আমরা তাঁকে সম্ভ্রান্ত বংশীয়, সত্যবাদী বলে জানি এবং বিশ্বস্ত ও সচ্চরিত্ররূপে তাঁকে দেখেছি। তিনি আমাদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁর একত্বে বিশ্বাস করার আহ্বান জানালেন। আমরা আল্লাহকে ছাড়া অন্য যেসব বস্তু তথা পাথর ও মূর্তি ইত্যাদির পূজা করতাম, তা তিনি ছাড়তে বললেন।
>
> তিনি সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা এবং নিষিদ্ধ কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাদের অশ্লীল কাজ, মিথ্যা কথা, ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ এবং নিরাপরাধ নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করতে নিষেধ করলেন। আমাদের এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করতে বললেন। নামাজ পড়তে ও জাকাত দিতে বললেন। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। তিনি আল্লাহর তরফ থেকে যেসব বিধান দিলেন, তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। এক আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করলাম না। তিনি যেসব জিনিস হারাম ঘোষণা করলেন, আমরা তা হতে বিরত থাকলাম। আর যেসব জিনিস

---

৫. Esposito, 1999: 4

৬. *ইবনে হিশাম*, ১৯৮৮ : ৮১

হালাল ঘোষণা করলেন, তা মেনে নিলাম। এতে আমাদের জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেল এবং শুরু করল নির্মম নির্যাতন।'

রাসূল ﷺ-এর এই দাওয়াতি কার্যক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে গেল। ফলে মুসলিমরা আর মক্কাকে নিরাপদ মনে করল না। এমতাবস্থায় তাঁরা বাধ্য হলো নতুন কোনো নিরাপদ ভূমি খুঁজতে। তারই অংশ হিসেবে প্রথমে আবিসিনিয়া এবং পরবর্তী সময়ে মদিনায় হিজরত শুরু হয়।

মদিনায় নবিজির হিজরতের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বছরের গণনায় ধরলে এটা ছিল ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ। রাসূল ﷺ-এর এই হিজরতটি ছিল মদিনাবাসীদের সাথে দুটি চুক্তির ফল। চুক্তি দুটো 'বাইয়্যাহ আল আকাবা' কিংবা 'আকাবার শপথ' নামে পরিচিত। মদিনা মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ এই চুক্তি দুটির কিছুটা ব্যাখ্যা করা জরুরি মনে করছি।

রাসূল ﷺ যখন প্রচণ্ড নির্যাতন ও বিরোধিতার মোকাবিলায় ইসলামের জন্য উপযোগী কোনো ভূমি কিংবা গোত্র খুঁজছিলেন, ঠিক তখনই আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়। নিরাপদ ভূমির জন্য প্রতিবছর হজে আসা লোকদের তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে তিনি নিজ পরিকল্পনার কথা বলতেন, কিন্তু আরবের কোনো গোত্রই কুরাইশদের ভয়ে তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করত না। ইবনে হিশাম, ইবনে ইসহাক, আত-তাবারির গ্রন্থগুলোতে এ নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। গোত্রগুলোর কাছে রাসূল ﷺ-এর আহ্বানের শব্দগুলো সামনে রাখলে প্রতীয়মান হয়, তিনি নিছক মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামষ্টিক নিরাপত্তা বা ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের জন্য নয়; বরং একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে মদিনা থেকে আওস ও খাজরাজ গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন। তাঁরা তাঁকে গ্রহণে সম্মত হন। মক্কায় আসা এই গোত্রের লোকজন আকাবায় মিলিত হয়ে একটি শপথও গ্রহণ করেন। ইবনে হিশাম শপথের বাক্যগুলোকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন—

'১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা

২. চুরি না করা

৩. ব্যভিচার না করা

৪. সন্তান হত্যা না করা

৫. কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ না রটানো এবং

৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো ভালো কাজে বিরোধিতা না করা।'[৭]

[৭]. Vanauker, 2016: 5

প্রথম যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের রচনায় রাষ্ট্রতত্ত্ব

উপর্যুক্ত ইসলামি শাসনের এই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক উত্থানের পাশাপাশি তাত্ত্বিকভাবেও ইসলামি রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটে; বিশেষ করে আব্বাসি শাসনের সময় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে। আব্বাসিদের রাজধানী বাগদাদে মৌলিক জ্ঞান ও অনুবাদশিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পারসিক রচনাগুলোর অনুবাদের ফলে পারসিক রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং গ্রিক সাহিত্যগুলো অনুবাদের ফলে রোমানদের রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের এক অভূতপূর্ব মিলন ঘটে।

পাশাপাশি বহু মুসলিম চিন্তাবিদ এ সময়ে রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে আল ফারাবি, আল মাওয়ার্দি, নিজামুল মুলক, ইমাম গাজালি, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে খালদুন অন্যতম। এই মনীষীগণ সমসাময়িক ইসলামিক রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রাসঙ্গিক। এসব গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিকগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন, খিলাফত ও ইমামত, রাষ্ট্র ও ধর্ম, লোকপ্রশাসন এবং রাষ্ট্রে শরিয়াহ আইনের প্রয়োগ নিয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।

আল ফারাবির রাষ্ট্রধারণা

আবু নাছের মুহাম্মাদ আল ফারাবি সম্ভবত ৮৭০ সালে আজকের তুর্কিমিনিস্তানের ফারাব নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ফারাবির জীবন সম্পর্কে খুব কমই তথ্য পাওয়া যায়। ছোটো বয়সেই তিনি বাগদাদ ও ইরাকের বিভিন্ন শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ৯৪৩ সালে তিনি সিরিয়াতে চলে আসেন এবং এখানেই ৯৫০ সালে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি ইরানি নাকি তার্কিশ বংশোদ্ভূত, তা নিয়ে গবেষকদের মাঝে মতভিন্নতা আছে। কেউ কেউ তাঁকে তার্কিশ আবার কেউ কেউ ইরানি বংশোদ্ভূত বলে মনে করেন।[৮]

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আল ফারাবি ছিলেন অন্যতম, যিনি রাষ্ট্রের দার্শনিক দিক নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁকে ইসলামি অথবা মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের জনক হিসেবে মনে করা হয়।

৮. Rudolph, 2012: 363–74

মধ্যযুগের স্কলাররা তাঁকে অ্যারিস্টটলের পর দ্বিতীয় শিক্ষক (মুয়াল্লিমে সানি) মনে করতেন। তিনি প্রাচীন মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম, যিনি গ্রিক তত্ত্বকে মুসলিম সমাজে পরিচিত করিয়েছিলেন। পাশাপাশি প্রাচীন রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের মিলন ঘটিয়েছিলেন। মধ্যযুগে গ্রিক তত্ত্ব যখন মৃতপ্রায়, তখন একে জীবন্ত রাখার পেছনে যে কয়জন মুসলিম দার্শনিক ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মাঝে ফারাবি একজন।

ফারাবির মতে, রাজনীতি ও দর্শনের একত্রে চলা জরুরি। তিনি বলেন—

> 'দর্শন হলো অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্য জ্ঞান প্রদানে একটি তাত্ত্বিক শিল্প বা ধারা। আর রাজনীতি হলো, কাজগুলো নির্ভুল করতে এবং সুখী হওয়ার জন্য পথপ্রদর্শনের একটি ধারা। তাদের অবশ্যই ঐক্য জরুরি। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ একই পর্যায়ের। দর্শন ও রাজনীতি ঐক্যের মাধ্যমে একে অপরকে জরুরি জ্ঞান এবং প্রত্যাশিত আচরণ প্রদান করে।'[৯]

ফারাবির বিখ্যাত বই *On the Perfect State (আল মদিনাতুল ফাদিলা)* একটি উল্লেখযোগ্য রচনা; পাশাপাশি মুসলিম রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রথম বই। এই বইতে তিনি অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge of Existance), সমাজের প্রয়োজনীয়তা, নেতার গুণাবলি, একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র এবং দুর্বল রাষ্ট্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আল ফারাবি তাঁর রাষ্ট্রধারণার শুরুতেই সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, দুনিয়াতে ভালোভাবে (Highest Perfection) বেঁচে থাকার জন্য মানুষ একা সবকিছু সরবরাহ করতে পারে না; বরং একজনের অপরজনকে প্রয়োজন হয়। এই আদান-প্রদান নীতি মানুষকে একই সম্পর্কে (সবার সাথে সবার) সম্পর্কিত করে। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের সমন্বয় জরুরি। উত্তমভাবে বেঁচে থাকতে এই সমন্বয় মানুষকে সমাজের অংশ হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। ফারাবি সমাজকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছেন : পরিপূর্ণ ও অপরিপূর্ণ।

একটি পরিপূর্ণ সমাজকে তিনি আয়তনের ভিত্তিতে আবারও তিনভাগে ভাগ করেছেন—বৃহৎ, মধ্যম ও ছোটো। তাঁর মতে, বৃহৎ সমাজ হলো—যেখানে বিশ্বের সকল সমাজ একসঙ্গে বসবাস করে। ফারাবি আদতে এখানে 'সমাজ (Society)' শব্দটি ব্যবহার করলেও মূলত তিনি রাষ্ট্রকেই বোঝাতে চেয়েছেন। মধ্যম সমাজ হলো—বিশ্বের কোনো এক জাতির সমন্বয়ে একটি সমাজ। আর ছোটো সমাজ হলো—কয়েকটি শহরের জনগণের মিলন বা সমাজ।

তাঁর মতে, অপূর্ণাঙ্গ সমাজ বা রাষ্ট্র হলো—কোনো একটি গ্রাম, রাস্তা কিংবা একটি বাড়ি নিয়ে যে সমাজ গঠিত হয় তা। এই অর্থে বাড়ি হলো সবচেয়ে ছোটো সমাজ।

---

[৯]. Suleimenov and all, 2017

পরিপূর্ণ রাষ্ট্র

ফারাবির মতে—সেটাই পরিপূর্ণ রাষ্ট্র, যার উদ্দেশ্য সুখ (Happiness) অর্জন। সুখ এমন এক উপাদান, যা সবদিক থেকে সুন্দর। তাঁর মতে, পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার কারণ হলো সুখ অর্জন। তাঁর মতে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন সুখ অর্জন করতে—যা চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা (The Ultimate Perfection)।[১০]

ফারাবির মতে—রাষ্ট্রে সুখ অর্জন করার জন্য একে অপরের সাথে সমন্বয় জরুরি। আর এই সমন্বয় অর্জিত হলেই একটি রাষ্ট্র পরিপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ফারাবি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রকে একটি পরিপূর্ণ মানব শরীরের সাথে তুলনা করেছেন। একটি মানবশরীর কতগুলো অঙ্গ-প্রতঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। শরীরকে ঠিকমতো চালাতে প্রত্যেকটি অঙ্গেরই নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিজের কাজ সম্পন্ন করতে একে অপরের সাথে সমন্বয় করে। আত্মা হলো শরীরের নেতৃস্থানীয় অঙ্গ, যা গঠনের দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ। আত্মাকে তার অধীনস্থ অঙ্গগুলো সহায়তা করে এবং এই সহায়তার প্রক্রিয়া শরীরের সকল স্তর নিজ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পাদন করে। সুতরাং এখানে একটি পদসোপানভিত্তিক (Hierarchical) কার্যক্রমের বিষয় রয়েছে, যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কর্তৃক উদ্‌যাপিত। একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের শাসকও শরীরের ঠিক আত্মার মতোই। সুতরাং একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য একজন পরিপূর্ণ শাসক এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সঠিক সমন্বয় ও সহায়তা জরুরি।

১০. Al Farabi, 1995: 25-46